চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম।

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন (২য় রাউন্ড) এর উদ্বোধন আগামীকাল শনিবার

চট্টগ্রাম- ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে আগামীকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৮ টায় নগরীর এনায়েত বাজার সিটি কর্পোরেশন দাতব্য চিকিৎসলয়ে জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন (২য় রাউন্ড) এর উদ্বোধন করা হবে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব আ জ ম নাছির উদ্দীন শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাইয়ে এর কার্যক্রম শুরু করবেন। এই উদ্বোধন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

অমর একুশে বই মেলার প্রস্তুতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলন

লেখক- প্রকাশকদের নতুন নতুন
বই প্রকাশের আহ্ববান মেয়রের

চট্টগ্রাম- ০৮ ফেবুয়ারি ২০১৯

ইতিহাস-ঐতিহ্য-দ্রোহ-বিপ্লবের তীর্থভূমি বীর চট্টগ্রামে জ্ঞান ও মননের আকাঙক্ষা পূরণে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে চট্টগ্রাম সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদ, চট্টগ্রামের নাগরিক সমাজ, মুক্তিযোদ্ধা, লেখক, সংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃ বৃন্দের সহযোগিতায় ঢাকা ও চট্টগ্রামের সৃজনশীল প্রকাশকদের অংশগ্রহনে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি বরিবার থেকে নগরীর এম এ আজিজ স্টেডিয়াম জিমনেশিয়াম চত্বরে অমর একুশে বইমেলা- ২০১৯ শুরু হবে। তথ্যমন্ত্রী ড.হাছান মাহমুদ এমপি ওই দিন বিকেল ৩ টায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ২০দিন ব্যাপি এই বই মেলার উদ্বোধন করবেন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব আ.জ.ম.নাছির উদ্দীন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন। এ মেলা ১০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলবে। ইতোমধ্যে মেলার সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।একুশের বই মেলা প্রতিদিন বিকেল ৩ টা থেকে রাত ৯ টা ও ছুটির দিন সকাল ১০ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এবারের মেলায় ঢাকার প্রকাশকদের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। যে কারনে ঢাকার ৬৫টি এবং চট্টগ্রামের ৫৫ প্রকাশক মেলায় অংশ নিচ্ছে। যারা অংশ নিচ্ছে এদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল অনন্যা, অন্য প্রকাশক,অনুপম প্রকাশনী,আগামী প্রকাশনী,আহমদ পাবলিসিং,কাকলী, প্রথমা প্রথমা প্রকাশনী,সমর প্রকাশক, গ্রন্থ কুঠির,কালধারা প্রকাশনী,বলাকা প্রকাশন(২),শৈলী প্রকাশন,অক্ষরবৃত্ত,দি ইউভার্সিটি প্রেস লিঃ(২),অ্যাডর্ন পাবলিকেশন,খড়ি মাটি,বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযোদ্ধা গবেষণা ট্রাস্ট ইত্যাদি।

এ উপলক্ষে আজ শুক্রবার বিকেলে নগরীর সিজেকেএস জিমনেশিয়াম চত্বরে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। সংবাদ সম্মেলনে সিটি মেয়র আলহাজ্ব আ.জ.ম.নাছির উদ্দীন মেলার সার্বিক প্রস্তুতি তুলে ধরে একটি লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। মেলায় সঙ্গীতানুষ্ঠান, রবীন্দ্র ও নজরুল উৎসব, বসন্ত বরণ উৎসব, ভালোবাসা দিবস, রম্য বির্তক, পাঠক সমাবেশ, সাহিত্য আড্ডা, বির্তক-সাহিত্য-ইতিহাস-ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধ বিষক কুইজ প্রতিযোগিতা রবীন্দ্র-নজরুল-লোক সংগীত, সাধারণ নৃত্য, লোক নৃত্য, আবৃত্তি, হামদ-নাদ, উপস্থিত বক্তৃতা, দেশের গান, চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতা রয়েছে। মেলাকে আকর্ষনীয় করার লক্ষ্যে আরো থাকবে চট্টগ্রামের সাংস্কৃতি কর্মী ও সাংস্কৃতিকমনা প্রেমীদে নিয়ে বিভিন্ন উপ পরিষদ গঠন ও তাদের সহযোগিতায় প্রতিদিনের অনুষ্ঠানমালা সাজানো হয়েছে। তিনি বলেন অনুষ্ঠান গুলোকে বাংলাদেশের প্রথিতষশা ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন।

সংস্কৃতি ও মণনের উৎকষর্তা বিকাশে এবার রবীন্দ্র-নজরুল উৎসব, বসন্ত বরণ উৎসব, ভালোবাসা দিবস, আঞ্চলিক ও লালনগীতি, মাইজ ভান্ডারী সংগীত, লোক সংগীতসহ স্থানীয় সংগঠন এর মাধ্যমে অনুষ্ঠান আয়োজন থাকবে। সব মিলিয়ে ইতিহাস, ঐতিহ্য-সংস্কৃতির সম্মিলন ঘটবে বলে প্রত্যাশা করে মেয়র বলেন জাতীয় জীবনে যেসব ব্যক্তি কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাদেরকে একুশে স্মারক সম্মাননা পদক ও সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হবে। চট্টগ্রামে বৃহত্তর পরিসর ও প্রকাশকদের সমন্বয়ে আর কোন সময় বই মেলা হয়নি। ঢাকার আঙ্গীকে বই মেলা করার জন্য চট্টগ্রাম সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদ এবং চট্টগ্রামের নাগরিক সমাজ, লেখক, সাংবাদিক,শিক্ষাবিদ ও সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠন এর নেতৃবৃন্দের মতামতের ভিত্তিতে মেলার প্রাঙ্গণ প্রায় ৮০,৩০০ বর্গ ফুট, ষ্টল সংখ্যা ১১০ টি প্রস্তুত করা হয়েছে । এর মধ্যে ঢাকার প্রকাশক (৫টি ডাবলসহ) ৬৫টি এবং চট্টগ্রামে (৫টি ডবল সহ) ৫৫টি স্টল বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া মেলার সার্বিক নিরাপত্তার জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিরাপত্তা কর্মী সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকবে এবং এব্যাপারে চট্টগ্রাম পুলিশ কমিশনারকে মেলায় সার্বক্ষনিক পুলিশের সহযোগীতার জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। মেয়র জানান সমগ্র মেলা সিসি টিভির আওতায় থাকবে। ফ্রি ওয়াই ফাই সহ ই- বুক ও সেলফি কর্ণার এর ব্যবস্থা থাকবে বলে মেয়র সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করেন। এছাড়াও বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন ও সাধীনতা আন্দোলন নিয়ে চিত্র প্রদর্শনী ষ্টলের ব্যবস্থা থাকবে। মেলা পরিষদের কক্ষ, হেলথ কর্ণার, ফায়ার সার্ভিস, অর্ভ্যথনা কক্ষ, মিডিয়া বুথ, বিটিবি বুথ, এটিএম ব্যাংকের বুথ, সার্বক্ষণিক সেবা ব্যবস্থার জন্য সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগের সার্ভিস বুথ থাকবে। মেলা প্রাংঙ্গণকে ধুলাাবালি মুক্ত পরিবেশে পাঠক-দর্শক মেলা উপভোগ যোগ্য করার লক্ষ্যে ইটের ছাদরে সমগ্র বই মেলা ঢাকা থাকবে। ইতিমধ্যে একাজ সমাপ্তির পর্যায়ে । মেয়র বলেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য মাঠ সংলগ্ন আলাদা মঞ্চ করা হয়েছে যাতে বই মেলার বিঘ্ন না ঘটে। মেলায় সর্বস্তরের নাগরিক, সংস্কৃতিমনা ও বই অনুরাগী ব্যক্তিদের স্ববান্ধব উপস্থিতির প্রতাশা করেন মেয়র । তিনি বলেন এবার ব্যতিক্রমধর্মী মেলা আয়োজনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে ঢাকার পর চট্টগ্রাম দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরীই শুধু নয়, বাণিজ্যিক রাজধানীও। কিন্তু চট্টগ্রামে লেখক-প্রকাশক-পাঠক এবং নাগরিক সমাজের দীর্ঘ কালের আকাঙ্ক্ষা ছিলো ভাষার মাসে বইমেলা আয়োজনের। তিনি বলেন এই আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী দু'যুগেরও আগে থেকে চট্টগ্রাম নগরীতে নানাজন, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে নানা পরিসরে নানা স্থানে বইমেলা হয়ে আসছে। কখনো একই বছরে একাধিক বইমেলা হয়েছে। তবে এতদিনের এই আয়োজনগুলো এখনো পূর্ণাঙ্গ বইমেলা হয়ে উঠেনি। সম্মিলিত উদ্যোগে একটি বইমেলার আয়োজন চট্টগ্রাম বাসীর আকাঙ্ক্ষা সে আকাঙ্ক্ষা থেকেই এবার চট্টগ্রামের নাগরিক সমাজ, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবি, শিক্ষাবিদ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, লেখক এর সাথে ২০১৮ অক্টোবর মাসে প্রথমেই মতবিনিময় সভা করে সম্মিলিত উদ্যোগে একটি বই মেলা অনুষ্ঠানের প্রয়াসে এই উদ্যোগ নিয়েছেন বলে মেয়র সভায় জানান। এই প্রসংগে মেয়র বলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও চট্টগ্রাম সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদের যৌথ আয়োজনে শহীদ মিনার ও পাবলিক লাইব্রেরি চত্বরে অনুষ্ঠিত বই মেলার কোন সুনির্দিষ্ট তারিখ না থাকায় বইপ্রেমীরা বিভ্রান্ত হতো নানাভাবে। সকলের মনে সংশয় থাকতো। এই মেলাটি শুরু থেকে কখনো ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ তারিখ থেকে ২১ তারিখ, কখনো ১২ থেকে ২৬ তারিখ, কখনো ১৫ তারিখ থেকে ২৮ তারিখ, এভাবেই আয়োজিত হয়ে আসছে। চট্টগ্রামের প্রকাশক, লেখক ও পাঠকেরা বারবার দাবি জানিয়ে আসছিলেন যেন সুনির্দিষ্ট তারিখেই বইমেলার আয়োজন করা হয়। এ প্রসঙ্গে মেয়র বলেন আমি থাকি বা না থাকি প্রতি বছরই এই তারিখেই একুশে বই মেলা হবে। তিনি মেলাকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন প্রকাশে লেখকরা লিখবেন বলে প্রত্যাশা করেন। এবারের বই মেলার জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রাথমিক ভাবে ২১ লাখ ৪০হাজার টাকা বাজেট নির্ধারণ করেছে।

মেয়র বলেন আমাদের ছেলেমেয়েরা আজকাল মোবাইলে ও মাদকে আসক্ত হয়ে পড়েছে। সময়, অর্থ, স্বাস্থ্য সবই শেষ করছে এর পেছনে। এতে তারা প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বই-ই অন্যতম বন্ধু যা তাদেরকে মোবাইল ও মাদকের মরণ আসক্তি থেকে বের করে আগামী প্রজন্মকে সৃজনশীল, সমৃদ্ধ ও আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। এ ক্ষেত্রে মা-বাবা, শিক্ষক ও সমাজের সকলকে সচেতন হতে হবে। তাই বই মেলা আয়োজনের মধ্যমে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা আমাদের উপর এক গুরুত্ব পূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে বর্তেছে। সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করে মেয়র বলেন এ মেলার প্রচার ও প্রসারের সার্থকতায় সাংবাদিক সমাজের সহযোগিতা বিশেষ ভূমিকা রাখবে। আপনাদের মাধ্যমে পাঠক সমাজ, বই প্রেমী, সুধীজন, সুহৃদ তরুণ

সমাজ, যুব সমাজসহ সব বয়সী সর্বস্তরের শ্রেণী পেশার মানুষকে সপরিবারে বন্ধু-বান্ধবসহ মেলায় আসার জন্য আহবান জানান মেয়র।

অনুষ্ঠানে একুশে বই মেলা পরিচালনা পরিষদের আহবায়ক চসিক শিক্ষা স্বাস্থ্য ষ্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক, সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদের সভাপতি বই মেলা পরিচালনা কমিটির যুগ্ম আহবায়ক মহিউদ্দিন শাহ আলম নিপু, মেলা পরিচালনা কমিটির সচিব চসিক প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা সুমন বড়ুয়া, যুগ্ম সচিব লেখক-গবেষক জামাল উদ্দীন, কাউন্সিলর হাসান মুরাদ বিপ্লব সহ লেখক ও প্রকাশকগণ উপস্থিত ছিলেন।

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

ঘাট ও গুদাম শ্রমিক লীগের সমাবেশে মেয়র

ঘাট ও গুদাম শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায়
সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে

চট্টগ্রাম- ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

চট্টগ্রাম চেম্বার কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি নামা বাস্তবায়নে ঘাট কন্ট্রাক্টর এসোশিয়েশন,ঘাট ও গুদাম শ্রমিকলীগ সমন্বয়ে সমঝোতার ভিত্তিতে শ্রমিক ও কন্ট্রাক্টদের স্বার্থ রক্ষায় উভয়কে এক যোগে কাজ করার আহবান জানালেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব আ জ ম নাছির উদ্দীন। তিনি বলেন ঐতিহ্যবাহী সংগঠন ঘাট ও গুদাম শ্রমিক লীগ এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখে চলেছে। এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সংগঠনের সুনাম ও সুখ্যাতি ধরে রাখতে হবে। মেয়র বলেন ঘাট ও গুদাম শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা করতে আমি প্রস্তুত। আজ শুক্রবার সকালে বাংলা বাজারস্থ চাঁদ বালি ঘাট চত্বরে বাংলা বাজার ঘাট ও গুদাম শ্রমিক লীগ কর্তৃক আয়োজিত শ্রমিক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র এসব কথা বলেন। ঘাট ও গুদাম শ্রমীক লীগের সভাপতি ইদ্রিস হাওলাদারের সভাপতিত্বে ও কোষাধ্যক্ষ এয়ার উদ্দীনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ঘাট মালিক ও মরহুম আমির হোসেন দোভাষের পুত্রদ্বয় আলহাজ্ব নবী দোভাষ ও ইকবাল দোভাষ, জাতীয় শ্রমিকলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব শফর আলী, চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য মো. ইসহাক, চট্টগ্রাম মহানগর শ্রমিকলীগের সভাপতি বখতেয়ার উদ্দিন খান, কাউন্সিলর আবদুল কাদের, কাউন্সিলর গোলাম মোহাম্মদ জোবায়ের, কোষ্টারেজ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. আলমগীর, সাধারন সম্পাদক মহিউদ্দিন কবির, ঘাট ও গুদাম শ্রমিক লীগের সহ সভাপতি মিঠুন শেখ, যুগ্ম সম্পাদক মুনির হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ জুয়েল,সদস্য লোকমান,সাবেক ছাত্রনেতা দিদারুল আলম, মিন্টু প্রমুখ।

সংবাদদাতা
রফিকুল ইসলাম
জনসংযোগ কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন